দৈনিক সংবাদ

২৫

তারিখ ... ... MAY 3 0 2000
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১-৩

এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন
নারায়ণগঞ্জের চালচিত্র

শরীফ উদ্দিন সবুজ, নারায়ণগঞ্জ থেকে ঃ এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে গত ২৭শে এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে প্রায় সবগুলো কেন্দ্রে ছাত্র সংসদ নেতা নামধারীদের অবাধ বিচরণ ছিল। বিশেষ করে রূপগঞ্জ, সোনারগাঁ ও আড়াইহাজারের তিনটি কেন্দ্রে ছাত্রলীগ নেতাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নকল হয়েছে। দুটি কেন্দ্রে দুজন সাংসদ ও ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতেই অবাধে নকল সরবরাহ করা হয়। জেলায় প্রথমদিনে শহরের বাইরে ৮ জনকে বহিষ্কার করা হয়।

অত্যধিক সতর্কতা ও কলেজ কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে শহরের তিনটি কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ কলেজ, মহিলা কলেজ ও তোলারাম কলেজকেন্দ্রে নকল হয়নি। জেলায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ হাজার ৫ জন। এদের মধ্যে ৫ হাজার ৭শ ৯৬ জন উপস্থিত ছিল। শহরে নকলের দায়ে ১৬ জনকে বহিষ্কার করা হয়।

জেলায় সবচেয়ে বেশি নকল হয়েছে রূপগঞ্জের মুড়াপাড়া ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে। বাইরে পুলিশ প্রহরার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে কলেজের ১০০ গজের মধ্যে যেতে দেয়া না হলেও নকলের দায়িত্ব নিয়েছিল ছাত্র সংসদ নেতারা। ছাত্রলীগ থেকে নির্বাচিত কলেজের ছাত্র সংসদের ভিপি মনির ও তার লোকজন অবাধে কলেজের ভেতরে ঢুকছিল, বের হচ্ছিল। যদিও সাংবাদিকদের কলেজকেন্দ্রে ঢুকতে দেয়া হয়নি। বাইরে মাঠে বসে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে 'টোকেন' লিখছিলেন পরীক্ষার্থীদের আত্মীয়-স্বজন। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ২০ মিনিটের মধ্যে ছাত্রলীগের ভিপির মাধ্যমে প্রশ্ন মাঠে পৌঁছে যায়। প্রশ্ন দেখে উত্তরসংবলিত 'টোকেন' নিরাপদে ভেতরে পৌঁছে দিচ্ছিলো ছাত্রলীগ কর্মীরা। কলেজের ছাদে বইপত্র নিয়ে বসেছিল আরো কয়েকজন নকল সরবরাহকারী। এ সময় কলেজের ভেতরে সাংসদ মেজর জেনারেল (অব.) কে এম শফিউল্লাহ ইউএনও এসএম ফিরোজ আলম, রূপগঞ্জ থানার ওসি মীর্জা হাসান মাহাবুব ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বসেছিলেন। সাংবাদিকদের কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। নকল সম্পর্কে সাংসদের মন্তব্য জানতে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে রূপগঞ্জ রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম এ মোমেন দেখা করলে সাংসদ বলেন, সাংবাদিকরা উল্টা-পাল্টা লিখলে কলেজে কেন্দ্র বাতিল হয়ে যেতে পারে। তাই সাংবাদিকদের ঢুকতে দেয়া হয়নি। আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই।

নকল সরবরাহে ছাত্রলীগ নেতাদের তৎপরতা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, আপনারা কি লিখবেন, পরীক্ষা শেষ হলে এ ব্যাপারে আমি একটি ব্রিফিং দেব। পরীক্ষাশেষে ব্রিফিংয়ে তিনি কেন্দ্রে ঢুকতে না দেয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে ভাল রিপোর্ট করার অনুরোধ জানান।

একই অবস্থা ছিল আড়াইহাজার সরকারি সফর আলী কলেজে। ছাত্রলীগ নেতারা এখানেও নকল সরবরাহের শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা করেছিল। কলেজের এক অধ্যাপক কেন্দ্র পরিদর্শনরত সাংবাদিককে সাথে নিয়ে বলছিলেন, এ কলেজে নকল নেই। ঠিক সেই মুহূর্তেই এক পরীক্ষার্থীকে নকল লুকোতে দেখা গেল। নকল সরবরাহের সময় পুলিশ এক যুবককে ধরলে কেন্দ্রে অবস্থানরত সাংসদ তাকে নিজের কাছে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখেন। পরে ছেড়ে দেন। অপেক্ষাকৃত কম হলেও ছাত্রলীগ নেতাদের সহযোগিতায় সোনারগাঁ ডিগ্রি কলেজকেন্দ্রেও নকলের যথেষ্ট তৎপরতা ছিল। অবাধ বিচরণরত নেতা নামধারী নকল সরবরাহকদের উপর প্রশাসনের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

পরীক্ষা চলার সময়ে প্রশ্নপত্র ফটোস্ট্যাট করার সময় শহরের চাষাঢ়ার আজমিরী ফটোস্ট্যাট থেকে পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করে। এরা হচ্ছে অপারেটর রাহাদ, ইকবাল হোসেন জনি, আরিফুর রহমান ও উজ্জ্বল ওরফে ওমর ফারুক।